সংবাদ

তারিখ 25 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

ছাত্র রাজনীতির চালচিত্র — ১

ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে অছাত্র

আশরাফুল ইসলাম কচি

দেশের ছাত্র রাজনীতির নেতৃত্বে নেই ছাত্ররা। নিয়মিত ছাত্র নয় এমন অনেকে ছাত্র সংগঠনগুলোর শীর্ষ পদে রয়েছেন। ছাত্রজীবন শেষ করেও তারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ছাত্র সংগঠনের। কোন কোন সংগঠনের শীর্ষ ছাত্র নেতাদের বয়স ৪০ ছুঁই ছুঁই। তবুও তারা ছাত্রনেতা। মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মী বা ছাত্রদের সঙ্গে তাদের কোন যোগাযোগ নেই। শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, ছাত্রনেতাদের ছাত্রদের সমস্যা নিয়ে কোন মাথা ব্যথা নেই। তারা ব্যস্ত দলীয় পদ ও মূল দলের রাজনীতি নিয়ে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের প্রধান ছাত্র সংগঠনগুলোর শীর্ষ নেতাদের বয়স এখন ৩২ থেকে ৪০। ছাত্রজীবন শেষ করেছেন অনেক আগেই। এদের মধ্যে অনেকে আবার বিবাহিত। কেউ কেউ ২/৩ সন্তানের জনক। ছাত্র রাজনীতিকে নিয়েছেন পেশা হিসেবে। দলীয় পদ ব্যবহার করে প্রভাব খাটিয়ে তারা ব্যস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য, পদোন্নতি, টেন্ডারবাজিসহ নানা কাজে।

সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রদলের অধিকাংশ নেতাদের বয়স ৩৫ থেকে ৪০ বছর। ছাত্রদল সভাপতি আজিজুল বারী হেলালের বয়স এখন ৪১ বছর। তিনি এসএসসি পাস করেছেন ১৯৮১ সালে। সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু ও সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু এসএসসি পাস করেন ১৯৮৩ সালে। সেই হিসাবে তাদের বর্তমান বয়স ৩৯ বছর। সহ-সভাপতি জয়ন্ত কুমার কুণ্ডু, শহিদুল ইসলাম বাবুল, মোস্তফা বান সফরী, একরামুল হক বিপ্লব, আজহারুল হক মুকুল, নুরুল ইসলাম নয়নের বয়স ৩৬/৩৭। এরা ১৯৮৫/৮৬ সালে এসএসসি পাস করেন। সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুল নেতৃত্বে : পৃষ্ঠা : ১১ ক : ২

নেতৃত্বে : অছাত্র

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাদের ভূঁইয়া জুয়েলের বয়স ৩৬ বছর। তিনি এসএসসি পাস করেন ১৯৮৬ সালে। যুগ্ম সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিম এসএসসি পরীক্ষা দেন ১৯৮৬ সালে। তার বয়স ৩৭ বছর। সহ-সাধারণ সম্পাদকদের মধ্যে হায়দার আলী লেলিন ১৯৮৭ সালে, আমিরুজ্জামান শিমুল, আবু বকর সিদ্দিক, আতিকুর রহমান, আবদুল মতিন এসএসসি পাস করেন ১৯৮৮-৮৯ সালে। সেই হিসাবে তাদের বয়স ৩৪/৩৬ বছর।

এছাড়া ছাত্রদলের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি হাসান মামুন ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজের বয়স ৩৫ বছর। তারা এসএসসি পাস করেন ১৯৮৭ সালে। অন্যদিকে ঢাকা মহানগরীর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের বয়স ৩৭ বছর। মহানগর উত্তরের সভাপতি এসএম জাহাঙ্গীর, সাধারণ সম্পাদক ইয়াসিন আলী, দক্ষিণের সভাপতি রফিকুল আলম মজনু, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রশীদ এসএসসি পাস করেন ১৯৮৬ সালে।

এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক শফিউল বারী বাবু ও কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ফিরোজ ছাড়া বাকি সবাই বিবাহিত। অনেকের রয়েছে একাধিক সন্তান। কারও কারও সন্তান আবার স্কুলে যায়। ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে সংগঠনের সভাপতি আজিজুল বারী হেলাল ও সিনিয়র সহ-সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকু চারদলীয় জোট থেকে নবম জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেন। দু'জনই পরাজিত হয়ে আবার ছাত্রদলে ফিরে এসেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আসছেন নিয়মিত। এ নিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থী ও মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে।

ছাত্রদল মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের মতে, এদের কারণে দলটির মধ্যে বিরাজ করছে হ-য-ব-র-ল অবস্থা। ছাত্রদলকে ঢেলে সাজাতে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীরা 'আদু ভাই'দের পরিবর্তে তরুণ নেতৃত্ব চাইছেন। তাদের দাবি, প্রকৃত ছাত্রদের দিয়েই ছাত্রদল পরিচালিত হোক। বুড়োদের নেতৃত্ব আর মানতে তারা রাজি নন। অনেকের মতে, সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সোহেল রানা টিপু ও সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ সাকিব বাদশা এসএসসি পাস করেন ১৯৯৫ সালে। তাদের বর্তমান বয়স ৩০ বছর।

সংগঠন সূত্রে জানা গেছে, কেন্দ্রীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব নেতাদের মধ্যে অনেকে নিয়মিত ছাত্র নন। এদের অনেকে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন ২০০১/০২ সালে। বর্তমান কমিটি গঠনের সময় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকও নিয়মিত ছাত্র ছিলেন না। পরে পদ পেয়ে তারা স্বাস্থ্য অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ভর্তি হন। এছাড়া জাল সার্টিফিকেট দিয়ে কমিটিতে পদ পাওয়ার জন্য সহ-সভাপতি গোলাম সারোয়ার কবির নেতাকর্মীদের মধ্যে 'জাল কবির' বলে পরিচিত। ২০০৪ সালে পদ পাওয়ার পর অনেকে জড়িয়ে পড়েছেন ব্যবসা-বাণিজ্যে। ছাত্রজীবন শেষ করে দলের পদ ভাঙিয়ে নিজ এলাকাসহ বিভিন্ন স্থানে প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসা শুরু করেন।

এ ব্যাপারে ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন 'সংবাদ'কে বলেন, ২০০৬ সালে শেখ হাসিনা যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে প্রকৃত ছাত্রদের দিয়েই ছাত্রলীগের কমিটি গঠন করেছিলেন। সেই থেকে প্রকৃত ছাত্রদের দিয়েই ছাত্রলীগ পরিচালিত হচ্ছে।

ব্যতিক্রম বাম সংগঠন

দেশের প্রধান দুই ছাত্র সংগঠনের তুলনায় বাম ছাত্র সংগঠনগুলো ব্যতিক্রম। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি খান আসাদুজ্জামান মাসুম এসএসসি পাস করেন ১৯৯৫ সালে। সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র দেব এসএসসি পাস করেন ১৯৯৭ সালে। তার বর্তমান বয়স ২৮ বছর। ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি ফকরুদ্দিন কবির আতিক ও সাধারণ সম্পাদক জর্নাদন নাটু এসএসসি পাস করেন ১৯৯৩ সালে। ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি আরিফুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব ইরানের বয়স ২৭ বছর। তারা এসএসসি পাস করেন ১৯৯৮ সালে।

এ ব্যাপারে ছাত্র ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদক মানবেন্দ্র দেব বলেন, ছাত্রত্ব নেই এমন কাউকে ছাত্র রাজনীতিতে থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। তারা ছাত্রদের সঙ্গে বা ছাত্ররা তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন না। তাদের উচিত ছাত্রীয় অন্যান্য দায়িত্বে চলে যাওয়া। দুর্বল হয়ে যাওয়ায় ২০০১ সালের পর কোন নতুন কর্মী পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় নেতা ও কর্মীদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দূরত্ব। সিনিয়র নেতারা জানেনই না সাধারণ ছাত্ররা কী চায়। এটা না জানলে তারা কাজ করবেন কীভাবে।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কেন্দ্রীয় নেতা বলেন, বয়সের বিষয়টি আমাদের হাতে থাকে না বিধায় আমাদের কিছু করার নেই।

ছাত্রলীগ : নিয়মিত ছাত্র নন অনেকে

ছাত্রলীগের বর্তমান কমিটির অনেক শীর্ষ নেতার বয়স ৩০ উর্ধ্ব। এর মধ্যে অনেকে ছাত্রজীবন শেষ করেছেন অনেক আগে।

ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক মাহফুজ হায়দার রোটন এসএসসি পাস করেন ১৯৯৩ সালে। তাদের বর্তমান বয়স ৩২ বছর। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের চেয়ে সহ-সভাপতিদের অনেকের বয়স বেশি। সহ-সভাপতি গোলাম সারোয়ার কবির, আমিনুল হক কবিরের বয়স ৩৪ বছর। তারা এসএসসি পরীক্ষা দেন ১৯৯১ সালে। সহ-সভাপতিদের মধ্যে মাহমুদুল রাসেল, হুসানুজ্জামান লিটন এসএসসি পাস করেন ১৯৯২ সালে। তাদের বর্তমান বয়স ৩১ বছর। যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ আবুল কালাম, জসিম উদ্দিন, গাফফারী রাসেল, ইকবাল মাহমুদ বাবলু, রিপন পোদ্দার এসএসসি পাস করেন ১৯৯৩/৯৪ সালে। তাদের বয়স ৩০/৩১ বছর। সাংগঠনিক সম্পাদকদের মধ্যে আশরাফুর রহমান, খায়রুল হাসান জুয়েল, সালেহীন রেজা, মিজানুর রহমান শাহীন, সাইফুল ইসলামের বয়স ৩০ বছর। তারা এসএসসি পাস করেন ১৯৯৫।